চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৯.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গ্রীন চট্টগ্রাম গড়তে লাগানো হবে ১০ লক্ষ গাছ:মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে ১০ লক্ষ গাছ রোপণের ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার বাকলিয়া কল্পলোক আবাসিক এলাকা (২য় পর্যায়) প্লট মালিক কল্যাণ সমিতি কর্তৃক কল্পলোক আবাসিক এলাকা খেলার মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২৫ এ এ ঘোষণা দেন মেয়র। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন বলেন, ক্লিন ও গ্রিন চট্টগ্রাম গড়ার লক্ষ্যে চট্টগ্রামে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে ১০ লক্ষ গাছ রোপণে কাজ করছি। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডকে সবুজায়নের মাধ্যমে সৌন্দর্যমন্ডিত করার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকেও কাজে লাগানো হচ্ছে সবুজায়নে।তিনি বলেন, চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলির জন্য পরিচিত, তাই এখানে গাছের গুরুত্ব আরও বেশি। শহরের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার গাছপালা শুধু পরিবেশের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, তা ভূমি ক্ষয় রোধ, বন্যা ও ভূমিধস প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে নগরীর আশপাশের বনভূমি ও সবুজ অঞ্চলগুলি রক্ষা করা, নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় গাছ রোপণ করা, এই সব উদ্যোগ চট্টগ্রামের পরিবেশ ও বাসযোগ্যতা উন্নত করতে সহায়তা করবে। গাছ কেবল পরিবেশের শোভা নয়, চট্টগ্রামের মানুষের জীবনযাত্রারও একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এটি শহরের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং নিঃসন্দেহে চট্টগ্রামকে আরও সবুজ, নিরাপদ এবং বাসযোগ্য করে তোলে।

মেয়র বলেন, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে হবে, তাই বন উজাড়, পাহাড় কাটা এবং গাছ কাটা থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের কর্মকান্ড রোধে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন এবং তার কঠোর বাস্তবায়ন জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার টরন্টো শহরে অনুমতি ছাড়া গাছ কাটলে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। আমাদের দেশেও এমন শাস্তির বিধান থাকা প্রয়োজন, যাতে পরিবেশের ক্ষতি কমানো যায় এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।

প্রফেসর ড.মোহাম্মদ কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ নুরুল করিম, আবদুর রহমান, মুমিনুল হক, এস.এম.কায়সার, এডভোকেট আজিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

জলাবদ্ধতামুক্ত আলোকিত এলাকা হবে মোহরা: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামের ৫নং মোহরা ওয়ার্ডকে জলাবদ্ধতামুক্ত আলোকিত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ৫ নম্বর মোহরা ওয়ার্ডের এল খান সড়ক, ওয়াসা রোড, দেওয়ান মহসিন রোড, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী সড়ক এবং উত্তর মোহরা সড়কসহ বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন।এসময় মেয়র পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলি শোনেন এবং আশ্বস্ত করেন যে, অতি দ্রুত এই এলাকার সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সড়ক সংস্কারের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। মোহরা ৫ নম্বর ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা সমস্যাটি বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয়দের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে জোয়ারের পানির কারণে এই এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রায়ই তলিয়ে যায় এবং সড়কগুলো ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে এই এলাকার সবগুলো সড়ক এবং জলাবদ্ধতা সমস্যার দ্রুত সমাধান করার জন্য।"এখানে যে সমস্ত সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যেখানে জলাবদ্ধতা হচ্ছে, সেখানে দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু হবে। আমরা ভারী বৃষ্টির পরবর্তী সময়ে এই সমস্যাগুলি পুরোপুরি সমাধান করার জন্য আমাদের প্রকৌশল দলকে নির্দেশ দিয়েছি। এর পাশাপাশি, মোহরা ৫ নম্বর ওয়ার্ডে আলোকায়ন কর্মসূচি শুরু হবে যাতে এখানে বসবাসরত জনগণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিতভাবে চলাফেরা করতে পারে। শহরের সব জায়গাকে উন্নত করতে আমাদের এই উদ্যোগগুলো অব্যাহত থাকবে।"তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি যে আমাদের কাজ শুধু শহরের উন্নয়ন নয়, জনগণের জীবনমান উন্নত করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাছ রোপণ, পরিবেশের উন্নতি এবং সড়ক

সংস্কার এই সবগুলোই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা বিশ্বাস করি, যখন একটি এলাকা সবুজ এবং আলোকিত থাকবে, তখন সেই এলাকাবাসীও শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। আমি আশা করি, মোহরা ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা এই পরিবর্তনগুলোকে স্বাগত জানাবে এবং তারা সকলেই একসঙ্গে এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকবে।"এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চাঁদগাও থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর মোঃ আজম, সাবেক কাউন্সিলর ও মহানগর বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি মোঃ নাজিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য মোহাম্মদ ইয়াসিন, মোহরা ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম ফিরোজ খান, চাঁদগাও থানা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মানিক চৌধুরী, এবং মহানগর যুবদল ও ছাত্রদলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮